The Daily Star | Special Suppliment | Design by Integra teletec ltd. | Dhaka Saturday May 17, 1997

Telecommunications and Humanitarian Assistance in Bangladesh

M. A. Mannan Chowdhury

To celebrate the World Telecommunication Day on 17 May, the International Telecommunication Union (ITU), the international body on telecommunications as a specialised agency of United Nations, has selected the theme "Telecommunications and Humanitarian Assistance" for this year. Telecommunication, as an engine of development, not only contributes in building up of the economic infrastructure of a nation and acts as an important tool in the progress of human civilisation but also plays a significant role in serving the distressed humanity. In any emergency situation, created by natural calamities like cyclone, flood, tidal bore, earthquake, forest fire, health hazards during epidemics & environment pollution, man-made disasters like war and other activities, accidents in various forms, telecommunication is considered to be the quickest medium for transfer and dissemination of information to provide pre-disaster warning and also in mitigating the sufferings of the distressed people. During the time of any natural calamity, mobile telephone through Satellite with the help of GMPCS technology, can play an important role where telephone facilities are not available or the telecom system has been completely damaged.

Activities of BTTB:

In the context of Bangladesh, modern telecommunication facilities in the disaster management, is still quite inadequate. However, a number of projects were undertaken by BTTB in the past for building up a telecommunication infrastructure in the disaster prone areas and rehabilitation of the damaged equipment.

The first of such projects was the "Telecom Cyclone Sub-Project" of mid-seventies, considered after the devastating cyclone of 1970. It provided for Radio Base-PCO system at 16 Bases and 96 PCOs at a number of offshore islands and inaccessible coastal areas, where telecommunication facilites were non-existent. At each

See page 8

বাণী

যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশে ২৯তম বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা** অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি নৌ-যোগাযোগ নিরাপত্তা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস এবং জরুরী ত্রাণ তৎপরতায় টেলিযোগাযোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগ অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ। উপগ্রহের মাধ্যমে মোবাইল টেলিফোনের যে ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা মানবসেবা কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো নির্ভরযোগ্য করে তুলবে বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড ২৯তম বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা**।

মানব জীবনের নিত্যদিনের প্রয়োজনে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অতীতেও টেলিযোগাযোগ যে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে আগামী দিনগুলোতেও দুর্যোগ মুহূর্তে মানব জীবন রক্ষায় এবং দুঃখ কষ্ট লাঘবে টেলিযোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় খুবই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা প্রকারান্তে মানব কল্যাণ বয়ে আনবে।

আমি দিবসটি সুন্দরভাবে উদযাপনের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনাণয় এবং টি এন্ড টি বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দেশের টেলিযোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং মানব কল্যাণে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

আমি ২৯তম বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ নাসিম
মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সকল সদস্য দেশের মত বাংলাদেশেও আগামী ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস উদযাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা** মানব সেবা ও ত্রাণ কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অবদানের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করছে।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ত্রাণকর্মী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং টেলিযোগাযোগ বর্তমানে শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজ সেবায় একটি অবিকল্প অবকাঠামো হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন বোর্ড দিবসটি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আমি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

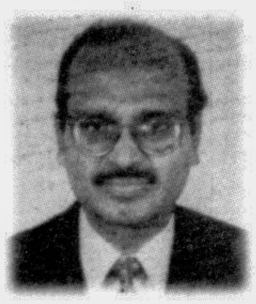

বাণী

আজ ২৯তম বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস। এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা**। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে।

বিশ্ব এখন তথ্যযুগে উপনীত। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পুঁজি ও শ্রমের পাশাপাশি তথ্য উৎপাদনের একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মানব সেবা কার্যক্রমে তথ্য সংগ্রহ ও পরিব্যক্তকরনের ভূমিকা যথেষ্ট। মানব সেবা কার্যক্রম যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে পরিচালিত হয় তবে তথ্যের গুরুত্ব যে আরোও বৃদ্ধি পায় - তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথ্য সংগ্রহ ও পরিব্যক্তকরনে টেলিযোগাযোগ একটি মৌল অবকাঠামো।

বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশ। ফলে, মানব সেবা কার্যক্রম এখানে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তাছাড়া, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। প্রায় প্রতি বছরেই এদেশকে বন্যা, ঘূর্নিঝড় ও টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে সকল যোগাযোগ মাধ্যম অচল হয়ে পড়ে। তখন যোগাযোগের জন্য একমাত্র টেলিযোগাযোগের উপরই নির্ভর করতে হয়। সত্যি বলতে কি, বিগত দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ১৯৮৮ সালের বন্যা মোকাবেলায় টেলিযোগাযোগ বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় টেলিযোগাযোগ ব্যবসস্থার উন্নয়নের জন্যে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়ন ও এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সম্মানিত গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে শুরু করছে। এসকল কার্যক্রম বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের মান আরও উন্নত করবে বলে আমার বিশ্বাস। আগামী দিনে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় বিশেষতঃ মানব সেবা কার্যক্রমে বিগত দিনের চেয়ে আরো অধিক সহায়ক হবে।

আমি বাংলাদেশে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস উদযাপনকারী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাই এবং এই দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মাহবুব কবীর
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

MESSAGE

Each year on the 17th of May, the International Telecommunication Union celebrates World Telecommunication Day to commemorate its founding in Paris 132 years ago. This year, our chosen theme for the event-**Telecommunications and Humanitarian Assistance**-is one which I believe is of great significance, both in acknowledging the important part our work has played in emergency aid operations in the past, and in looking at the benefits new kinds of telecommunications technologies might be able to offer in the future.

Almost since its earliest days telecommunications has played an important role in disaster relief. The ability to communicate over distance-provided initially by the telegraph and later by the invention of the telephone and the development of radiocommunications-made telecommunications ideally suited to use in emergency situations, both in getting help to those involved, and in getting information to the outside world.

It is perhaps sad to reflect that disasters of one kind or another will go on affecting the population of our planet Unpredictable and dramatic changes in weather, geological upheavals, and even people's inability to live peacefully with their neighbours, are factors too large in scale over to be under our control. But it is heartening to me, as Secretary-General of the ITU, to know that our work in the development of new communications technologies has gone-and will continue to go-a long way toward lessening the impact of such events on the lives of ordinary people.

Let us 'therefore' celebrate this year's World Telecommunication Day in a spirit of optimism recognizing the great achievements of the past, as well as those yet to come. Communications is about bringing people together, and helping one another. Humanitarian assistance embodies this communications ideal, and I can think of no better application of the ITU's work over the last 132 years. (Extracts of the Message)

Pekka Tarjanne
Secretary-General
ITU

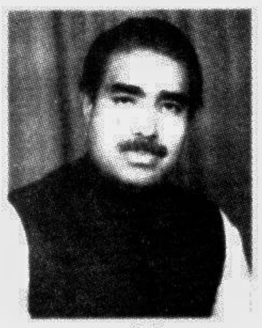

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ৯৭ উৎযাপিত হচ্ছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) সমিতি বিভিন্ন কাযর্যক্রম গ্রহন করেছে। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা**। বিষয়টি অর্থসহ বলে আমি মনে করি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নাই। উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা যা এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত ও উন্নত হবে বলে আমি মনে করি।

ইতমধ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের নতুন মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অংগীকারকে বাস্তবায়িত করতে উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে যারা দিবসটি উদযাপন করছেন আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই এবং বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ৯৭ এর সর্বাংগীন সাফল্য কামনা করি।

তালুকদার আবদুল খালেক
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্য দেশ হিসেবে প্রতি বছরের মত এবারও ১৭ই মে বাংলাদেশ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস পালন করছে। এ বছর টেলিযোগাযোগ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বেছে নেয়া হয়েছে **মানব সেবা কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা** -যা বর্তমান বিশ্বে আর্তমানবতার সেবায় টেলিযোগাযোগর ক্রমবর্ধমান অবদানকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ ও দুর্ঘটনা জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তথ্য আদান প্রদান এবং তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের মাধ্যমে অতি দ্রুত ত্রাণকার্য পরিচালনায় টেলিযোগাযোগ একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। যেখানে টেলিফোন নেই বা স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থা দুর্যোগ কবলিত সেখানেও গ্লোবাল স্যাটেলাইট টেলিফোনের মত আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা একদিকে যেমন মানুষের মাঝে অবস্থানগত দূরত্ব কমিয়ে আনছে অন্যদিকে তেমনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা পালনের বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত সময়ে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। অভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ এবং সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকাসহ দূর সমুদ্রে জলযান সমূহের নিরাপত্তা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং সর্তকতা সংকেত প্রদানের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা বিধানে টেলিযোগাযোগ অতীব প্রয়োজনীয় অবদান রেখে আসছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) সমিতি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস যথাযথভাবে পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমি জেনে আনন্দিত যে এ দিবস উপলক্ষে বি সি এস (টেলিকম) সমিতি তাদের টেলিটেক জার্নালের একটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করছে।

আমি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

ম. আ. মান্নান চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড